**পুলিশ সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষে মূল্যায়ন সভা**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আইসিসি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বৃহস্পতিবার, ২২ ফাল্গুন, ১৪২০, ৬ মার্চ, ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

পুলিশ সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত এ সভায় উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার অগ্নিঝরা মাস মার্চে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চারনেতাকে।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি পুলিশ বাহিনীর সদস্যসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের।

বিশেষভাবে স্মরণ করছি জামাত-শিবির-বিএনপির হামলায় শহীদ পুলিশবাহিনীর ১৬ জন সদস্যকে।

আপনারা জানেন, স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করা। দেশকে একটি জঙ্গী রাষ্ট্রে পরিণত করা। সংবিধান ও গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত করা। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করে তাদেরকে পুনর্বাসন করা। নারীর ক্ষমতায়নের ধারাকে রুদ্ধ করা। দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির আলোকিত পথ থেকে আবারও অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবর্তে তারা বেছে নিয়েছিল সন্ত্রাস-নৈরাজ্য-হত্যা আর নাশকতার পথ। জামাত-শিবির-বিএনপির জঙ্গী-সন্ত্রাসীরা পেট্রোল বোমার আগুনে নিরীহ বাসযাত্রী-চালকসহ শত মানুষকে হত্যা করেছে। মসজিদ-মন্দিরে হামলা করেছে। পবিত্র কোরান শরীফ আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। হাজার হাজার গাছ-পালা কেটেছে। ঘর-বাড়ি ধ্বংস করেছে। শত শত স্কুল পুড়িয়েছে। ট্রাকভর্তি গবাদিপশু পুড়িয়ে মেরেছে।  অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত করেছে। জনজীবনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জামাত-শিবির-বিএনপি জোটের দেশজুড়ে চালানো তান্ডব ও নাশকতা পুলিশ বাহিনী দমন করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এসব অভিযানে অন্যান্য বাহিনীও সহায়তা করেছে। আমি তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

সুধিবৃন্দ,

গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা আবার সরকার গঠন করেছি। আমাদের লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের সুফল দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়া। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা করা। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং সুশাসন একান্ত অপরিহার্য্য। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানই হচ্ছে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের প্রথম সোপান। আর এ গুরুদায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।

পুলিশের প্রতি আমার আহ্বান আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সংরক্ষণ, সংবিধান ও গণতন্ত্র সুরক্ষার কার্যক্রমে ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। সর্বস্তরের জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। নারী-শিশু, বয়স্ক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হবেন।

ইতঃপূর্বে আপনারা সফলতার সাথে জঙ্গিবাদের উত্থান মোকাবেলা করেছেন, চরমপন্থী দমন করেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্ত করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ বোমা হামলা মামলার তদন্ত করছেন। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনে আমাদের সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ও স্পষ্ট। জাতিসংঘ মহাসচিবসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আমাদের এ কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমাদের এ লক্ষ্য অর্জনে কোন শৈথিল্য, কোন গাফিলতি আমরা দেখতে চাই না। জনগণ তা চায় না। মনে রাখবেন, জনগণের অর্থ থেকে আপনাদের বেতন-ভাতা আসে। তাই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাই সরকারি কর্মকর্তাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর ব্যতিক্রম হলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

আমরা পুলিশকে একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ ও পেশাদার বাহিনীতে পরিণত করতে চাই। এজন্য আমরা ২০০৯ সাল থেকেই পুলিশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ সদস্যদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা ২০১১ সালে বাংলাদেশ পুলিশকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করেছি। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের স্বীকৃতি পুলিশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেশপ্রেম এবং সেবার মহান ব্রত পালনে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমরা জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি'র র‌্যাঙ্ক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করেছি। আইজিপি পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করেছি। পুলিশ বিভাগের দুইটি গ্রেড-২ পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করেছি। সামনের দিনগুলোতেও এ সংস্কার কাজ অব্যাহত থাকবে।

পুলিশ বিভাগে ৬১৪টি ক্যাডার পদসহ ৩০ হাজার ৮৩৩টি নতুন পদ সৃষ্টি করেছি। বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট গঠন করেছি। পুলিশের অফিস ও আবাসন সঙ্কট নিরসন করেছি। পুলিশের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত যানবাহন সংগ্রহ করেছি। প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছি। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছি। আধুনিকায়ন করেছি। যাতে পুলিশ বাহিনী সব ধরণের অপরাধ দমনে সমর্থ হয়।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেররিজম ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। শিল্প এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিধানে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠন করেছি।

পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

জনগণ চায়, আমাদের পুলিশবাহিনীকে একটি জনবান্ধব বাহিনী হিসাবে দেখতে। জনগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে হবে।

জনগণের সেবক হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় ও সংহত করতে হবে। এটি নির্ভর করবে আপনাদের কর্মকৌশল, মেধা, সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার উপর। একজন কর্মকর্তা যদি নিজের বিবেকের কাছে স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ থাকেন এবং জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন, তবে কোন ভয়ভীতি বা প্রলোভন তাঁকে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

আমি আশা করব, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করে আপনারা জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবেন। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অর্জিত সুনাম আরও বৃদ্ধি করবেন।

আমি আপনাদের সকলের বক্তব্য থেকে বাংলাদেশ পুলিশের সম্ভাবনাসমূহ এবং বিরাজমান চ্যালেঞ্জগুলো জানতে পেরেছি। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সরকার সম্ভাব্য সবকিছু করবে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি।

৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছি। যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ, উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

সেই লক্ষ্য পূরণে আন্তরিকভাবে কাজ করে আসুন আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি আলোকিত বাংলাদেশ রেখে যাই। গড়ে তুলি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা।

আপনাদের সবার সাফল্য ও অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।